



# বুথস্তরের আধিকারিক ই-পত্রিকা



জাতীয় ভোটার দিবসের উপর বিশেষ সংখ্যা

“ দৃষ্টান্তমূলক বুথ স্তরের আধিকারিকগণ:- সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষণ ”

জানুয়ারি, ২০২৫

খণ্ড ১৫



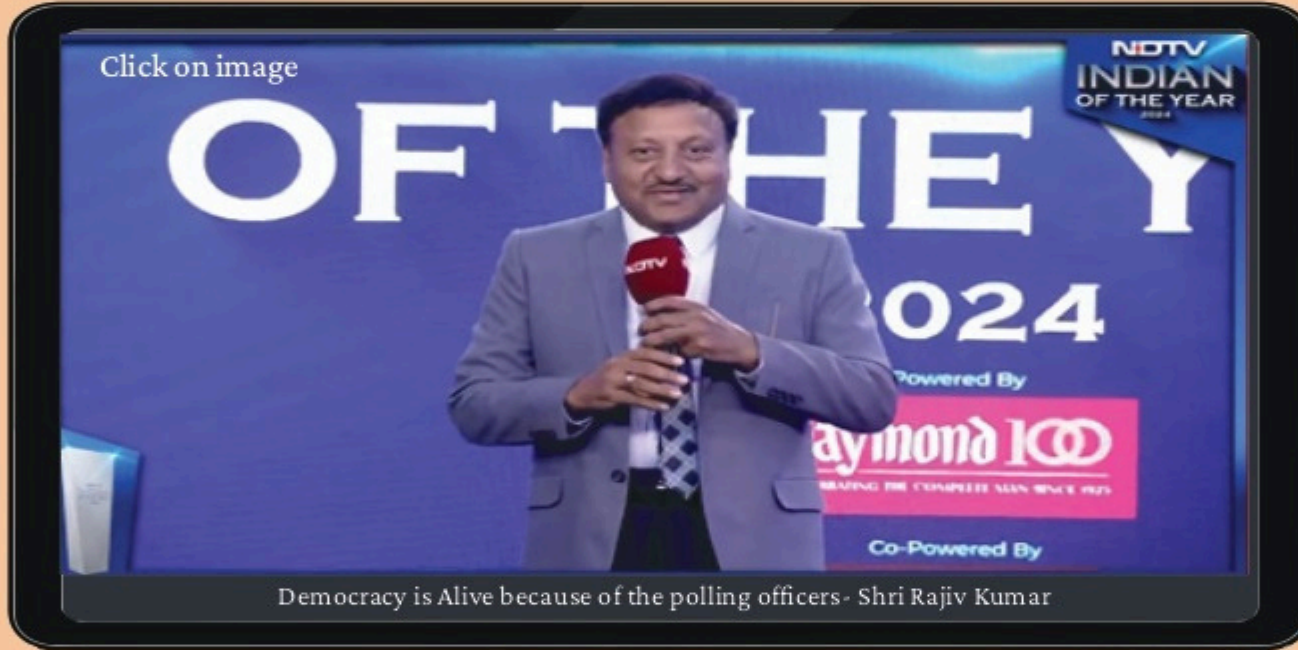
# জাতীয় ভোটার দিবসের ধারণা

প্রতি বছর ২৫ জানুয়ারি তারিখে পালিত জাতীয় ভোটার দিবস ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার দিনটিকে মনে রেখে বার্ষিক উদযাপনকে সূচিত করে। প্রতি বছর এই উপলক্ষে ১০.৫ লক্ষ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একগুচ্ছ সুসম্পাদিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এইসব সমাবেশ সমস্ত অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় স্তর থেকে শুরু করে প্রতিটি স্বতন্ত্র ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোটারদের বিভিন্ন ভাবে ও ব্যাপকভাবে যুক্ত করে প্রাণবন্ত ও সুদৃঢ় প্রদর্শন হিসাবে কাজ করে থাকে। এই দিনে ভোটাররাও তাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি দায়বদ্ধতা সুদৃঢ় করার একটি অঙ্গীকার করেন।

## নির্বাচকদের অঙ্গীকার

“ আমরা ভারতীয় নাগরিকগণ গণতন্ত্রে আস্থা রেখে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার এবং অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা অথবা অন্য কোন উপটৌকনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রতিটি নির্বাচনে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার অঙ্গীকার করছি।”

সম্প্রতি এনডিটিভি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার তাঁর মূল্যবান মতামত জানান যা প্রত্যেকের অবশ্যই শোনা উচিত।



## সম্পাদনা কমিটি

এন এন বুতোলিয়া  
বরিষ্ঠ প্রধান সচিব  
( নির্বাচক তালিকা)

অশোক কুমার  
উপ মহা অধিকর্তা  
(তথ্যপ্রযুক্তি)

কুলদীপ কুমার সাহারাবত  
অধিকর্তা (প্রশিক্ষণ)  
আই আই আই ডি ই এম

দীপালি মাসিরকর  
অধিকর্তা (নির্বাচন পরিকল্পনা)

মধুসূদন গুপ্ত  
সচিব, ইভিএম

সন্তোষ কুমার  
সচিব, এস ভি ই ই পি

## সম্পাদক মন্ডলী

আর কে সিং  
সমন্বয়কারী, এস ভি ই ই পি

ফারহা আলভি  
গ্রাফিক ডিজাইনার

রাশি সাক্রোনা  
শাখা আধিকারিক, এস ভি ই ই পি



# পঞ্চদশতম জাতীয় ভোটার দিবস



"ভোটার মতো কিছু নাই, ভোট আমি দেব তাই"

২০১১ সাল থেকে জাতীয় ভোটার দিবসটি পালন করা হচ্ছে এবং এই দিনটিকে দেশের ভোটারদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। এ বছরের জাতীয় ভোটার দিবসের মূল বিষয়বস্তু হল —‘ভোটদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই নেই, আমি অবশ্যই ভোটদান করব’- কথাগুলি ভোটারদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ তাদের ভোটার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছে। দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রতিটি ভোটার গুরুত্বআলোকপাত করে।

## মূল বিষয়টির তাৎপর্য:

জাতীয় ভোটার দিবসের মূল বিষয়ের তাৎপর্য হল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি মানুষের যৌথ দায়িত্বের প্রতি আলোকপাত করা। ভারতের নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ যেমন সুনিশ্চিত ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা, আদর্শ ভোটদানকেন্দ্র, সেলফি বুথ ও বাড়ি থেকে ভোটদানের ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে ভোটারদের ভোটদানে অংশগ্রহণে আরো বেশি করে উৎসাহিত করে থাকে। ভোটদানে সকলকে शामिल করা, ভোট প্রক্রিয়ায় সকলকে সহজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে ভোটদানের অভিজ্ঞতাকে সুন্দর করে তোলার জন্যই ভারতের নির্বাচন কমিশনের তরফে এই সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের কাছে ভোটদান একইসঙ্গে একটি অধিকার এবং কর্তব্য এবং গণতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। এই প্রতীকটি উদ্যাপনের নির্যাসটিকে তুলে ধরে যেমন অশোক চক্র গণতন্ত্রের প্রতীক, কালিমাখা আঙুলটি ভোটারদের ক্ষমতায়ন এবং টিক চিহ্নটি সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতীক। এই চিহ্নগুলি সম্মিলিতভাবে আত্মবিশ্বাস, সকলকে शामिल করা এবং নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্রতীয়মান করে তোলে।

## জাতীয় ভোটার দিবসের প্রসার ও প্রভাব বাড়ানো

জাতীয় ভোটার দিবসকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং সচেতনতার অভাব, ভোটদানের দিনটিকে অপ্ৰাসঙ্গিক বলে মানুষের ভুল ধারণা, প্রচারের সীমাবদ্ধতা, ভাষাগত সমস্যা ইত্যাদি সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রের বুথ লেভেল অফিসাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।



**সচেতনতা বৃদ্ধি:** মানুষের মনের প্রভাব পড়ে এমন পোস্টার, তথ্যসমৃদ্ধ প্রচারপত্র এবং ডিজিটাল মঞ্চগুলিকে কাজে লাগিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরো মজবুত করে তুলতে এগুলির ভূমিকাকে তুলে ধরতে পারেন।



### জনসমষ্টিতে शामिल করাঃ

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় দ্বারা আয়োজিত আদান-প্রদানমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন কুইজ, বিতর্ক, এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানে নাগরিকদের উৎসাহিত করা যাতে এই উদ্যাপনকে আরো আকর্ষণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায়।



### নাগরিকদের অনীহা দূর করা:

ভার্চুয়াল শপথ গ্রহণ এবং ভোটদানকেন্দ্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।



### মূল অনুষ্ঠানগুলির আয়োজনঃ-

নতুন ভোটারদের মধ্যে এপিক কার্ড বিতরণ, জাতীয় ভোটার দিবসের শপথ পাঠ করানো, বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য সামাজিক মাধ্যম ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতে অডিও-ভিসুয়াল বার্তাগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া।



### স্থানীয় স্তরের উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা:

বার্তাগুলিকে এমন ভাবে তৈরি করা যাতে সেগুলি ভাষাগত ও সংস্কৃতিগতভাবে স্থানীয়স্তরের উপযোগী হয় এবং যাতে এই বার্তার মাধ্যমে বোঝা যায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে ভোটদান কী প্রভাব ফেলতে পারে।



### তৃণমূল স্তরের উদ্যোগগুলিকে আরো সুসংহত করাঃ

গ্রামাঞ্চল ও প্রান্তিক এলাকাগুলিতে উদ্যাপনে সকলকে शामिल করে তুলতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যেমন পঞ্চায়ত, আর ডব্লিউ এ-এর প্রতিনিধিবর্গ, উন্নয়নমূলক বিভাগগুলির কর্মী এবং ‘আশা’ কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলা।

বুথ লেভেল অফিসারদের তরফে এই সমস্ত উদ্যোগ জাতীয় ভোটার দিবসের উদ্যাপনকে বিস্তৃততর উদ্যাপন অনুষ্ঠানে পরিণত করে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটায় এবং আরো বেশি সংখ্যক ভোটারকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।



বুথ স্তরের আধিকারিকরা বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন মঞ্চে ও অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি পাচ্ছেন। এক অনুষ্ঠানে এন ডি টি ভি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে কয়েকজন বি এল ও-কেও তাঁদের অসামান্য কাজের জন্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল।



From left to 4th position (Ms. Anita Minj, Blo, Jharkhand)

## ভূগমূল স্তর থেকে উঠে আসা কাহিনিগুলি



### এক বুথ স্তরীয় আধিকারিকের উৎসাহব্যঞ্জক যাত্রাপথ:-

নামঃ- ইউনুস সালিম

পার্ট নং: ৮২ মান্নারক্লাড, পালাক্লাড, কেরল



শ্রী ইউনুস সালিম এস. আর ২০১০ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে বুথ লেভেল অফিসার হিসাবে কাজ করছেন। খুব উৎসাহ নিয়ে এই দায়িত্ব আমি পালন করেছি, এবং বি এল ও-দের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছি এবং নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে যে পঠনসামগ্রীগুলি রয়েছে তা মনযোগ সহকারে পাঠ করেছি।

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের একজন জাতীয় স্তরের রেফারি হওয়ার সুবাদে আমার এলাকার ফুটবলে আগ্রহী ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। একটি ত্রুটিহীন ভোটার তালিকা তৈরি এবং যথাযথ ভাবে ভোটার স্লিপ বিতরণের জন্য আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিদর্শন করেছি এবং বুথ-ওয়াড়ি একটা মানচিত্র তৈরি করে প্রতিটা বাড়ির জন্য আলাদা আলাদা নম্বর বরাদ্দ করেছি। এক্সেল ব্যবহার করে ভোটারদের সমস্ত তথ্য একত্রিত করে ভুয়ো ভোটার এবং বুথ এলাকার বাইরের ভোটারদের চিহ্নিত করেছি। প্রতিটি নির্বাচনের পর, ভোটার তালিকা আমি খুঁটিয়ে দেখে খুঁজে বের করি কারা ভোট দেননি এবং সেইমতো ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও পরিমার্জিত করি।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে আমি ভোটারদের এক ভোটকেন্দ্র থেকে অন্য ভোটকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করতে সহায়তা করি এবং এই প্রক্রিয়ার যথাযথ রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে অন্যান্য বি এল ও-দেরও এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করি। আমার এই কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে আমি মান্নারক্লাড বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রে 'সেরা বিএলও'-এর শিরোপা পেয়েছি।

### নিষ্ঠার সঙ্গে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান করা

নাম- জয়িতা সরকার

নির্বাচনক্ষেত্রের নাম -১৮৭, চাঁপদানি নির্বাচন ক্ষেত্র, পশ্চিমবঙ্গ

অংশ নং- ১২৪, চক প্রাথমিক বিদ্যালয়



২০২৫-এর বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর প্রাক-সংশোধনী পর্বে বুথ লেভেল অফিসার হিসাবে শ্রীমতী জয়িতা সরকারের ভূমিকা। পদ্ধতিগত বিভিন্ন জটিলতার ফলে মৃত ভোটারদের নাম বিয়োজন রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি ছবি মাঝি নামক এক অশিক্ষিত মহিলাকে প্রশাসনিক ডেস্কের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ ও ৬ নং নিদর্শ পূরণের মাধ্যমে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে সাহায্য করে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছেন। অনুরূপভাবে, যদুগোপাল ভট্টাচার্য একজন মৃত ভোটার এবং তাঁর পরিবার তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত শংসাপত্র জোগাড় করতে গিয়ে অত্যন্ত সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন এবং তিনি এই শংসাপত্র সংগ্রহ ও ৭ নং নিদর্শ পূরণে তাদের সাহায্য করেন এবং এইসঙ্গে, ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বিয়োজনের প্রক্রিয়াও শুরু করেন। এই দৃষ্টান্তগুলি ত্রুটিহীন ও সকলকে শামিল করে তৈরি ভোটার তালিকা সুনিশ্চিত করতে তাঁর প্রচেষ্টার প্রতি আলোকপাত করে।



## সেই বিধবা ভোটারকে অভিবাদন জানাই

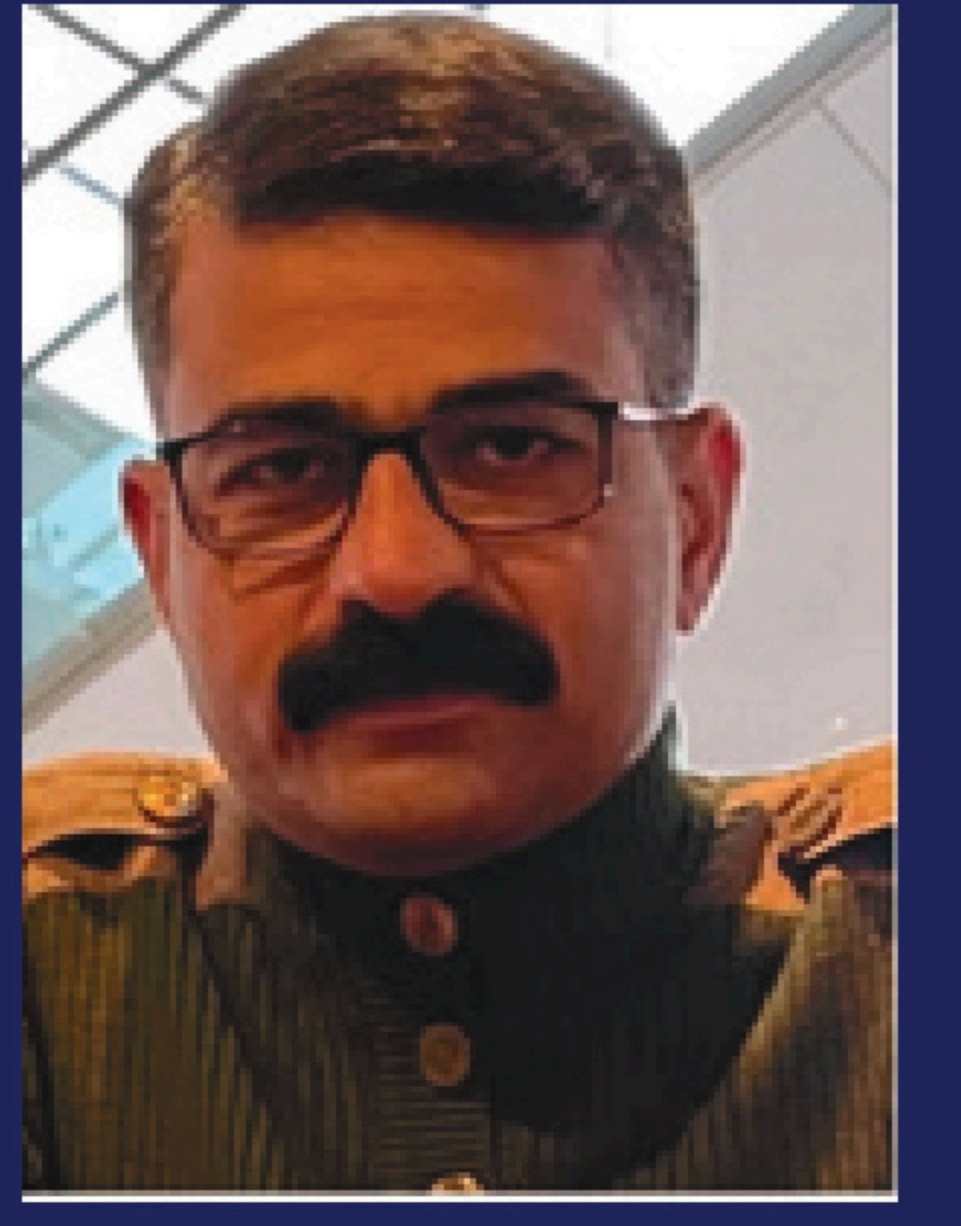
নাম- কুলদীপ সিং সোলাঙ্কি

অংশ নং- ৯০, গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, বাঞ্জালি, ২১৯ রতলম রুরাল (মধ্যপ্রদেশ)

মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে অধিকাংশ স্থানেই ভোটদানের শতকরা হার বেশ কম ছিল। এই দু'টি নির্বাচনই ছ'মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী সবিতাবাই নিনামা নামের এই বিধবা ভোটারের কাহিনি ভোটদানের গুরুত্ব ও গণতন্ত্রে মহিলাদের ভূমিকা কী তা তুলে ধরে। মাত্র কয়েকদিন আগেই সবিতাবাই –এর স্বামীর মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণে বাড়ি থেকে বেরনোর ব্যাপারে হয়তো তাঁর উপরে কোনো বাধানিষেধ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভোটের দিন তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে পোলিং বুথে এসে উপস্থিত হন।

তাড়াহুড়োতে সবিতাবাই ভোটদানের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র, যেমন- ভোটার পরিচয়পত্র বা আধার কার্ড সঙ্গে আনতে ভুলে যান। প্রিসাইডিং অফিসার তাঁকে ভোট দিতে বাধা দেন, কিন্তু সেই শোকগ্রস্ত হৃদয়েও তিনি ভোট দেবেন বলে দৃঢ় সংকল্প করেন। তাঁরা রতলম শহরের বিভিন্ন কম্পিউটার সেন্টারে ঘুরে ঘুরে ১৫০ টাকা দিয়ে অনলাইন আধার কার্ডের অরিজিনাল প্রিন্ট বের করে আনেন। ভোটদানের পর ছেলেকে নিয়ে মা নিজের গ্রামে ফিরে যান পরলোকগত স্বামীর তেরোদিনের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য।

এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে আমি সেদিন সবিতাবাইকে অন্তর থেকে অভিবাদন জানাই এবং গণতন্ত্রের প্রতি সেই নিরক্ষর অথচ সচেতন ভোটারের অটল বিশ্বাস, প্রত্যয় ও দায়বদ্ধতা দেখে আমার আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। যদি সবিতাবাইয়ের মতো আমাদের দেশের সকল ভোটার গণতন্ত্র রক্ষার্থে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে শুরু করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এখানে গণতন্ত্রের ভিত আরো মজবুত ও গভীর হবে।



## আমরা একসাথে সাফল্য লাভ করব, একসাথে অগ্রসর হব

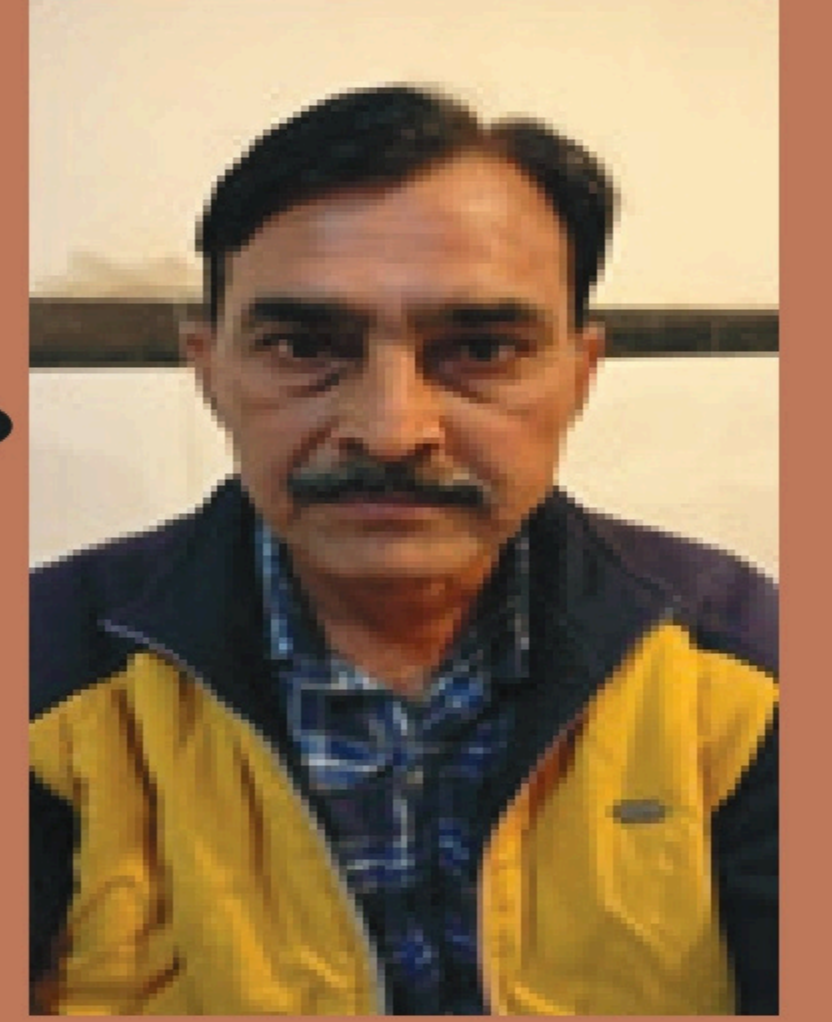
নাম – প্রেম সিং

অংশ নং – ১৬৮, কাশী নগর, নাগাউর, মারকানা মহকুমা, রাজস্থান

অংশ নং- ১৬৮ –র অন্তর্গত ৮ কিলোমিটার ব্যাপী এলাকায় অধিকাংশ বাসিন্দাই খামারবাড়িতে ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘর বেঁধে থাকেন। যখনই বুথে কোনো ভোটার নিবন্ধীকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়, সেই এলাকার সকল ভোটারকে আমি অতি অবশ্যই তা একদিন আগে জানিয়ে দিই।

ভোটার পরিচয়পত্রের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত করার কাজ যখন শুরু হয়, তখন আমি প্রত্যেক ভোটারের কাছে যাই এবং নিরলস পরিশ্রম করি। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমি ওই এলাকার ৯৫ শতাংশ ভোটারের পরিচয়পত্র আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সক্ষম হই। এর সাথে আমি ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সকল ভোটারকে সচেতন করি ও তাঁদের ভোটদানে উৎসাহিত করি। ভোটারদের মধ্যে লক্ষণীয় উৎসাহ দেখা যায় এবং নির্বাচনকেন্দ্রে ভোটদানের হার অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

এখন এই এলাকায় এমন কোনো ভোটার নেই যিনি আমাকে চেনেন না। এই সবই আমার কঠোর পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সকলের কাছে পৌঁছানোর ফলে সম্ভবপর হয়েছে, যে কারণে এখানে ভোটদানের হার ৯৬.৬৬ শতাংশে পৌঁছেছে। এই সাফল্যের জন্য রাজস্থানের মাননীয় রাজ্যপাল আমাকে একটি রাজ্য-স্তরীয় পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করেছেন।

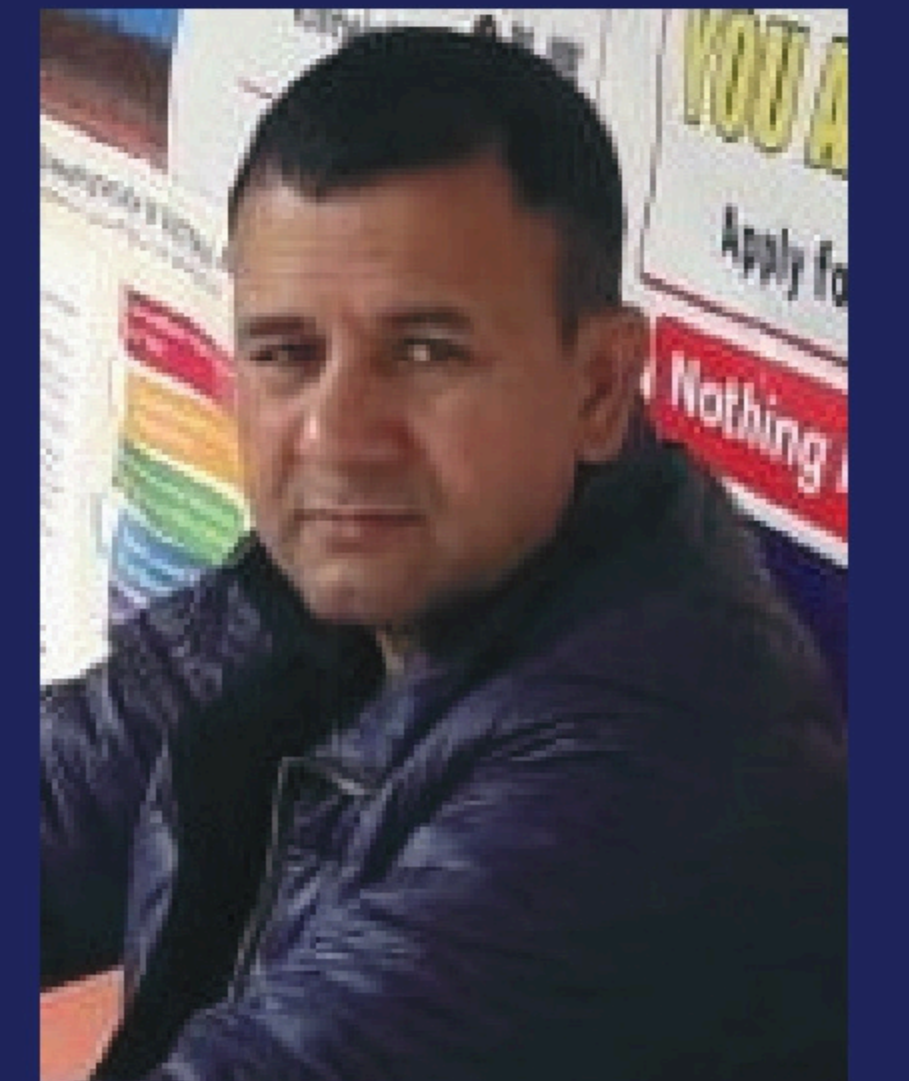


## নির্বাচনী উৎকর্ষের প্রতি দায়বদ্ধ একজন বি এল ও

নাম- চন্দ্র বাহাদুর ছেত্রী

অংশ নং- ৩/৮ গীতং, ০৩- মানিবাং দেস্তম, গিয়ালশিং, সিকিম

মানিবাং দেস্তম নির্বাচনক্ষেত্রের জগ্রিডুঙ্গার বাসিন্দা শ্রী চন্দ্র বাহাদুর ছেত্রী দেস্তম বি এ সি-র গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীনে একজন গ্রাম রোজগার সহায়ক (জি আর এস) হিসাবে কাজ করে থাকেন। ৩/৮ গীতং ব্লকের বুথ স্তরের আধিকারিক (বি এল ও) হিসাবে তিনি অসামান্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দেখিয়েছেন। শ্রী ছেত্রী বি এল ও অ্যাপের সাহায্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটি সর্বাঙ্গিক সমীক্ষা চালান ও যোগ্যতা নির্ধারক সময়সীমার মধ্যে সফলভাবে বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধনে তাঁর দায়বদ্ধতার পরিচয় দেন।





## নাগরিক সমাজের অনীহা দূরীকরণ: একজন বি এল ও-র দৃষ্টিভঙ্গি

নাম – কৃষ্ণা বেণী

অংশ – ১৬৩,১১৭ ভদ্রাদ্রি কোঠাগুদেম, তেলেঙ্গানা



শ্রীমতী কৃষ্ণা বেণী বিগত ১৮ বছর ধরে কোঠাগুদেম-এর বুথ স্তরের আধিকারিক হিসাবে কাজ করছেন। কোঠাগুদেম নির্বাচনকেন্দ্র একটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, যেখানে মোট জনসংখ্যা ১৮৯০ ও ভোটারদের সংখ্যা ১২৬১ জন। সফলভাবে বি এল ও-র দায়িত্ব পালনের জন্য কাছপিঠের গ্রাম বা আদিবাসী এলাকা থেকে আসা দিনমজুর, পরিযায়ী শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির জনসাধারণের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি একটি নিখুঁত যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন।

এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই করার উপরে গুরুত্ব দেন, যা ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, বিয়োজন বা পরিমার্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজন; এছাড়াও তিনি বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনের অঙ্গ হিসাবে বিশেষ প্রচার দিবসের আয়োজন করেন, ভোটারদের নিয়ে ২ কিমি/ ৫ কিমি দৌড়, রঙ্গোলি প্রতিযোগিতা, বুথে সচেতনতামূলক দলগত বৈঠক ইত্যাদির আয়োজনও করে থাকেন। তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বরিষ্ঠ নাগরিক, যৌনকর্মী ইত্যাদি প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষকে তালিকাভুক্ত করার বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে তিনি নারী ও শিশু উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো বিভিন্ন সরকারি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভোটার সচেতনতামূলক পদক্ষেপগুলিকে সংযুক্ত করে দেন।

“এটি আমার কাছে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি ও কিছুটা গর্বেরও বিষয় যে বি এল ও অ্যাপ ব্যবহার করে আমি নাম তালিকাভুক্তি ও পরিমার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নিদর্শনগুলি [যেমন- ৬, ৮] বের করতে পারি; এবং তার ফলে নতুন ভোটারদের এপিক কার্ড সরাসরি তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে যায়”, বেণী বলেন।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচনকেন্দ্রে সকল ভোটারকে ভোটারের তথ্য-সম্বলিত স্লিপ ও ভোটার নির্দেশিকা দেওয়া হয় এবং তার সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বরিষ্ঠ নাগরিক ও সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে এমন সকল ব্যক্তিকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করা হয়। এই সকল প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের হার ৬৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০.২ শতাংশে পৌঁছয়।



URL:

[https://drive.google.com/file/d/1YiVR1xLYsi\\_uAJIynNULY\\_uCRzMruejW/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1YiVR1xLYsi_uAJIynNULY_uCRzMruejW/view?usp=sharing)

URL এর উপরে ক্লিক করুন

## সারা দেশের অন্যান্য বি এল ও-র আদর্শ কর্মপরিকল্পনা

নাম- সুনীতা বর্মা

অংশ নং- ৬০১২৮ ডি এইচ এ আর, জেলা- চৌপাল, সিমলা-শহর, হিমাচল প্রদেশ



গোষ্ঠীগত কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতির সঙ্গে ডিজিটাল টুলগুলির সমন্বয়সাধন করেন ও ২০২৪ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর বুথে রেকর্ড সংখ্যক ভোটার ভোটদান করেন। প্রথমবারের ভোটার ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ভোটারদের ভোটাধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কমিউনিটি সেন্টারগুলিতে কর্মশালার আয়োজন করেন। এই পদ্ধতিকে আরো সহজসাধ্য করে তোলার জন্য তিনি ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ ও সি-ভিজিল –এর মতো টুলগুলি ব্যবহার করেন, যাতে নাগরিকরা সরাসরি তাঁদের অভিযোগের নিষ্পত্তি ও নিবন্ধীকরণের হালনাগাদ বিষয়ে জানতে পারেন।

যুবসমাজের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববোধ সঞ্চারের লক্ষ্যে সুনীতা স্থানীয় বিদ্যালয় ও কলেজের সহযোগিতায় বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক কাজকর্ম, যেমন- প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও মহড়া ভোটদান পর্বের আয়োজন করেন। নবীন প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রেখে চলার কারণে তাঁর বুথে প্রথমবারের ভোটারদের নাম নিবন্ধীকরণের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এলাকার জনসাধারণকে শিক্ষাদান ও সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ভোটদানের হার জেলার মধ্যে সর্বাধিক ৯৫ শতাংশে পৌঁছায়। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষণীয় দক্ষতা, যেমন- দ্রুত সংশোধনের জন্য কে ওয়াই সি অ্যাপের ব্যবহার ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার ইত্যাদি এ বিষয়ে তাঁর সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মানসিকতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়।



## ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ এবং ভোটদান প্রক্রিয়া সহজতর করা

নাম: ইশফাক আহমদ শাহ

অংশ নং: ১২৪ ড্রিনেন, ৪৩-অনন্তনাগ পশ্চিম, রাজৌরি, জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল



২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলাকালীন আমাদের প্রথম কাজ ছিল হোম ভোটিং প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ভোটারদের চিহ্নিত করা। বৃহত্তরীয় সচেতনতা সৃষ্টিকারী দলের (বি এ জি) সদস্যদের সাথে, আমি এই ভোটারদের সাথে দেখা করেছি এবং বাড়ি থেকে ভোটদান ও এর সুবিধা সম্পর্কে জানিয়েছি। চূড়ান্ত প্রস্তাবের পর, আমরা তিনজন ভোটারকে চিহ্নিত করেছি এবং সংশ্লিষ্ট এ ই আর ও অফিসে ১২ ডি নিদর্শ জমা দিয়েছি।

ভোটকেন্দ্রগুলিতে যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা পাওয়া যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আমি বি এ জি সদস্যদের সাথে নিয়মিত পরিদর্শন করি এবং ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখি এবং নিশ্চিত করি যাতে তাঁরা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকেরনির্ধারিত প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে।

ভোটদানের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য, আমরা ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ (ভি আই এস) বিতরণের জন্য প্রত্যেক বাড়িতে গিয়েছি এবং ভোটাররা কখন তাদের ভোট দেবেন তার সময় উল্লেখ করে বি এল ও রেজিস্টারে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। ফলস্বরূপ, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের হার ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৫০শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

ভোটের দিন, ভোটকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধাসহ একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। ভোটারদের ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়েছিল এবং কীভাবে ভোট দিতে হবে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি, আমি প্রবীণ নাগরিক এবং মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক সারি স্থাপন করে সারি ব্যবস্থাপনার তদারকি করেছি।

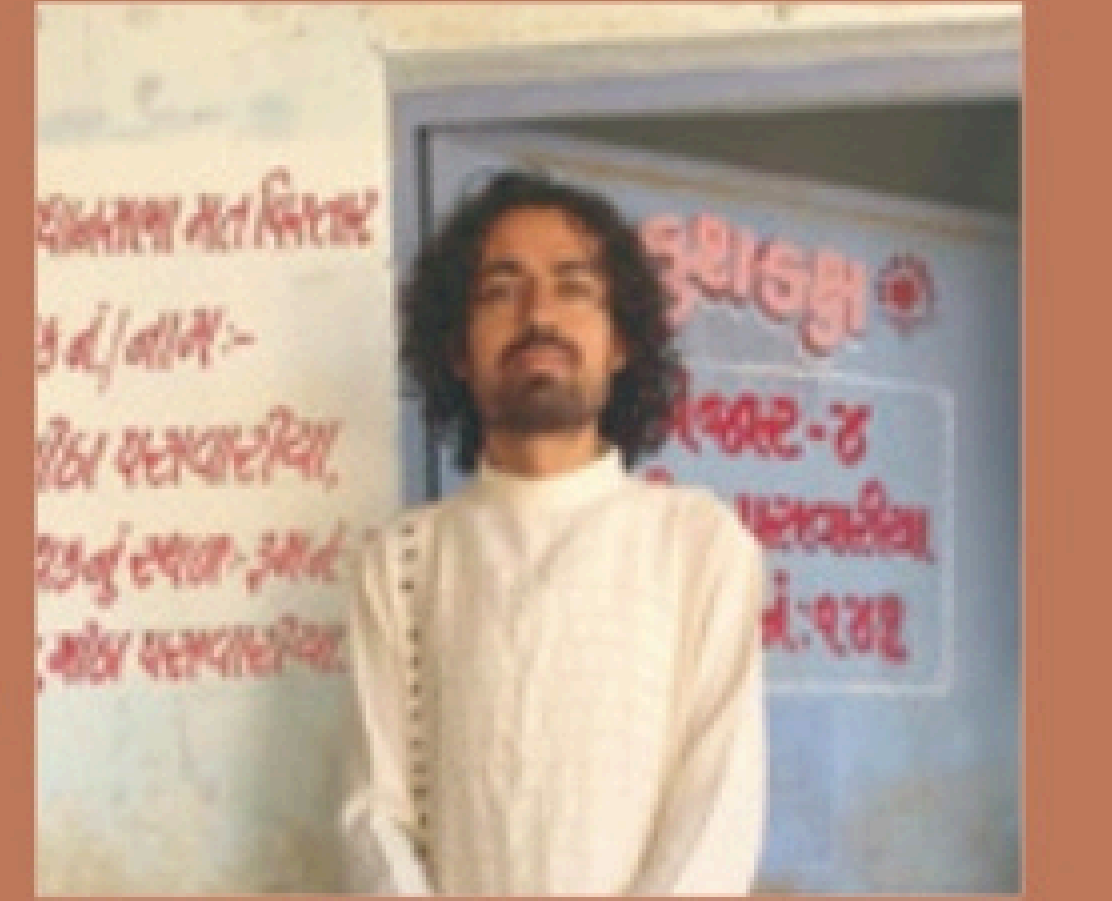


## ভোটদানে সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল : স্থানীয় গানের মাধ্যমে ভোটারদের সংযুক্ত করা

নাম:- পদরাই ভাইরাল রামনিকলাল

অংশ নং:- ১৪১

সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্র:- ১ – কচ্ছ, ৪ – অঞ্জুর, মিঠা পাসওয়ারিয়া, গুজরাট



আমি সফলভাবে ১০০% বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছি, আধার কার্ড সংযোগ নিশ্চিত করেছি এবং ১০০% অনলাইন যাচাইয়ের মাধ্যমে একটি ত্রুটিমুক্ত, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। আমার ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটারের কাছে এখন একটি উচ্চ-মানের রঙিন পি ভি সি ভোটার কার্ড রয়েছে এবং পুরনো ভোটার কার্ডগুলি (যেমন, GJ/01/005/..) বাতিল করা হয়েছে। “চুনাও পাঠশালা”-র মতো উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রচার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আমি ব্যাপক ভোটার সচেতনতা প্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছি। এই প্রচেষ্টার ফলে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৯১.৬০ %, ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৯৫.৪৭ % এবং আমার বৃহৎ থেকে সর্বোচ্চ ভোটদান সহ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রেকর্ড ভেঙে ৯৬.৮৪ % ভোটদান করা হয়। এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমি জাতীয় ভোটার দিবসে কচ্ছ জেলার ‘সেরা বি এল ও পুরস্কার’-এ সম্মানিত হয়েছি।

ভোটদানের ব্যাপারে সচেতনতার জন্য কুচি গান ‘আউ ভারত আইয়া’-র ব্যবহার ভোটারদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। একজন সক্রিয় শিক্ষক এবং এই গ্রামের সেরা বি এল ও-র অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ, মিঠা পাসওয়ারিয়া গ্রামে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।



# নির্বাচনী অংশগ্রহণের ক্ষমতায়ন



নাম: রঞ্জিতা পাকেরা  
ভোটকেন্দ্র- ৩৩, সিদমা, সামরি, বলরামপুর-রামানুজগঞ্জ জেলা,  
ছত্তিশগড়  
[https://drive.google.com/file/d/1IltUprMYm99g2u52GC\\_51xNwHDBhxfAs/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1IltUprMYm99g2u52GC_51xNwHDBhxfAs/view?usp=sharing)  
URL – এর উপর ক্লিক করুন

## নির্বাচনী অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল প্রসার বাড়ানো

নাম: মি. মহম্মদ সাদিক, (সেরা বি এল ও, কার্গিল জেলা-২০২৪)  
ভোটকেন্দ্র নং: ৩৪৩ নতুন ৩৪৭ – বারু, কার্গিল, জম্মু এবং কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

[https://drive.google.com/file/d/1wj8BPeT\\_wlwOX-\\_G4xhig184spGi4r5/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1wj8BPeT_wlwOX-_G4xhig184spGi4r5/view?usp=sharing)

URL – এর উপর ক্লিক করুন



## একটি এন ডি টি ভি - শো চলাকালীন একজন বি এল ও তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন



নাম: শ্রীমতী অনিতা মিজা  
ভোটকেন্দ্র নং ৪২৫, পালামৌ, ঝাড়খণ্ড  
[https://drive.google.com/file/d/1jrBsLlvG3opVaXyOL8wzz2Zh2de\\_jk5D/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1jrBsLlvG3opVaXyOL8wzz2Zh2de_jk5D/view?usp=sharing)  
URL – এর উপর ক্লিক করুন

## একনজরে লোকসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ :সক্রিয় গণতন্ত্রের একটি প্রমাণ

